

বাংলাদেশ প্রাণী প্রজনন আইন ২০২৬

Bangladesh Animal Breeding Act 20

বাংলাদেশ প্রাণী প্রজনন আইন ২০২৬

(বাংলাদেশ আইন, ২০২৬ সালের নং আইন)

গবাদি প্রাণির উন্নয়নের জন্য প্রাণী প্রজনন কার্যক্রম যেমন: গবাদি প্রাণির প্রজনন ষাঁড় নির্বাচন, সিমেন উৎপাদন, ভ্রূণ স্থানান্তর, ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, প্রাণির জিনোমিক নির্বাচন, প্রাণি শনাক্তকরণ, জাত নিবন্ধন, জেনেটিক মূল্যায়ন, জেনেটিক সম্পদ সংরক্ষণ, বিক্রয় ও বিতরণ, আমদানি ও রপ্তানি, গবাদি প্রাণিতে কৃত্রিম প্রজননসহ সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি এবং এর সাথে সংযুক্ত বা আনুষঙ্গিক সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা অত্যাৱশ্যক;

যেহেতু বাংলাদেশের গবাদিপশুর জেনেটিক উন্নয়ন, দুধ, মাংস ও অন্যান্য প্রাণিজ উৎপাদন বৃদ্ধি, জলবায়ু সহনশীল জাত উদ্ভাবন, দেশীয় প্রাণির জেনেটিক সম্পদ সংরক্ষণ, নিরাপদ ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাণি প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা, আধুনিক সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির ব্যবহার, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রাণির জেনেটিক মূল্যায়ন, প্রাণির বংশগত তথ্য সংরক্ষণ, ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রাণি প্রজনন কার্যক্রমকে আইনগত কাঠামোর আওতায় আনা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা সরকার কর্তৃক নিম্নরূপ আইন প্রণীত হইল।

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক, উদ্দেশ্য, প্রয়োগ ও সংজ্ঞা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- (১) এই আইন “বাংলাদেশ প্রাণী প্রজনন আইন ২০২৬” নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

(৩) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। আইনের উদ্দেশ্য।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য হইবে—

- (ক) গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণির উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা;
- (খ) গবাদিপশুর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে কৌলিক উন্নয়ন (Genetic Gain) ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- (গ) জাতীয় প্রাণি প্রজনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
- (ঘ) কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ও প্রজনন উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ করা;
- (ঙ) অন্তঃপ্রজনন (inbreeding) নিয়ন্ত্রণ করা;
- (চ) জলবায়ু সহনশীল প্রাণিজাত উন্নয়ন করা;
- (ছ) প্রাণি শনাক্তকরণ ও ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত করা;

- (জে) ডিজিটাল প্রাণি প্রজনন তথ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা;
(ঝা) আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রাণি প্রজনন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

৩। আইনের প্রয়োগ ১- (১) এই আইন নিম্নবর্ণিত প্রাণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে—

- (ক) গরু;
(খ) মহিষ;
(গ) ছাগল;
(ঘ) ভেড়া;
(ঙ) উট;
(চ) ঘোড়া;
(ছ) গাধা;
(জ) গয়াল;
(ঝা) দুগ্ধা;
(ঞ) শূকর;
(ট) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত অন্য যেকোনো গৃহপালিত প্রাণি।

৪। আইনের পরিধি ১- (১) এই আইনের বিধান প্রাকৃতিক প্রজনন; কৃত্রিম প্রজনন; প্রজনন ষাঁড় নির্বাচন; সিমেন উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, সিমেন বিক্রয়, সিমেন পরিবহন, আমদানি ও রপ্তানি; ভ্রূণ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, ভ্রূণ বিক্রয়, ভ্রূণ পরিবহন, আমদানি ও রপ্তানি, মাল্টিপল ওভুলেশন এন্ড ভ্রূণ স্থানান্তর (Multiple Ovulation and Embryo Transfer), ভ্রূণ পিক আপ (Ovum Pick-up), ইন-ভিট্রো ফার্টাইলাইজেশন (IVF); জিনোমিক নির্বাচন ও মূল্যায়ন, জাত নিবন্ধন, হার্ড হেলথ বুক, দেশীয় প্রাণির জেনেটিক সম্পদ সংরক্ষণ, নিরাপদ ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাণি প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা, আধুনিক সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির ব্যবহার, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রাণির কৌলিক মূল্যায়ন, প্রাণির বংশগত তথ্য সংরক্ষণ, ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিতকরণ, জিন ব্যাংক; ক্রায়ো-প্রিজারভেশন, ব্রিড এসোসিয়েশন, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেনেটিক রোগ বারাই, প্রাণি প্রজনন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৫। সংজ্ঞা ১- (১) এই আইনে, প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো বিষয় না থাকিলে—

- "কর্তৃপক্ষ" অর্থ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে বুঝায়;
"মহাপরিচালক" অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;
"প্রাণি" অর্থ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন প্রাণি;
"এনিমেল ব্রিডিং" অর্থ প্রাণির জেনেটিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সকল বৈজ্ঞানিক প্রজনন কার্যক্রম;
"প্রজনন" অর্থ প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রাণির বংশবিস্তার;
"কৃত্রিম প্রজনন" অর্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্ত্রী প্রাণির প্রজননতন্ত্রে সিমেন স্থাপন;
"গবাদি প্রাণির প্রজনন কার্যক্রম" গবাদি প্রাণির প্রজনন কার্যক্রম বলতে গবাদি প্রাণির ষাঁড়ের ব্যবহার, হিমাযিত সিমেন, ভ্রূণ ও ডিম্বাণু বা প্রজনন অঙ্গের উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও ব্যবহারকে বুঝায়;
"সিমেন" অর্থ প্রজনন সক্ষম পুরুষ প্রাণি হইতে সংগৃহীত বীর্য;
"প্রজনন ষাঁড়" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রজনন কাজে ব্যবহৃত ষাঁড়;
"প্রুভেন বুল (Proven Bull)" অর্থ সন্তানের উৎপাদন বৈশিষ্ট্য মূল্যায়নের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত প্রজনন ষাঁড়;
"ক্যান্ডিডেট বুল" অর্থ প্রজনন মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত ষাঁড়;

"জিনোমিক মূল্যায়িত ষাঁড়" অর্থ জিনোম বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়িত ষাঁড়;

"জিনোমিক মূল্যায়ন" অর্থ ডিএনএ ভিত্তিক জেনেটিক মূল্যায়ন;

"জেনেটিক মেধা (Genetic Merit)" অর্থ প্রাণির বংশগত উৎকর্ষের পরিমাপ;

"ব্রিডিং ভ্যালু" অর্থ ভবিষ্যৎ সন্তানের নিকট স্থানান্তরযোগ্য জেনেটিক মানের পরিসংখ্যানগত মূল্য;

"পারফরম্যান্স রেকর্ডিং (Performance Recording)" অর্থ প্রাণির উৎপাদন, বৃদ্ধি, প্রজনন ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত লিপিবদ্ধকরণ;

"পিডিজ্রী (Pedigree)" অর্থ প্রাণির বংশতালিকা;

"হার্ড বুক (Herd Book)" অর্থ নিবন্ধিত প্রাণির জাত ও বংশগত তথ্যের রেজিস্টার;

"মাদার হার্ড (Mother Herd)" অর্থ ন্যূনতম ৫০০ গাভী/বকনা সমৃদ্ধ ডেইরী খামার ও সকল গবাদিপশুর ৩ প্রজন্মের বংশগত তথ্যসহ নিজস্ব খামারে ও সংযোগ খামারীর সমন্বয়ে গঠিত গরুর পালকে বুঝাবে;

"জাত" অর্থ নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন স্বীকৃত প্রাণির জাত;

"দেশীয় জাত" অর্থ বাংলাদেশে ঐতিহ্যগতভাবে বিদ্যমান প্রাণির জাত;

"জেনেটিক সম্পদ (Animal Genetic Resource)" অর্থ প্রাণির জিন, ভ্রূণ, জীবন্ত প্রাণি এবং অন্যান্য বংশগত উপাদান;

"জিন ব্যাংক (Gene Bank)" অর্থ জেনেটিক উপাদান সংরক্ষণের অনুমোদিত ল্যাবরেটরি/ ক্রায়োল্যাব;

"কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান (Artificial Insemination Technician)" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত ও সনদপ্রাপ্ত কৃত্রিম প্রজনন সেবাদানকারী ব্যক্তি;

"কৃত্রিম প্রজনন বিশেষজ্ঞ" বা "এআই বিশেষজ্ঞ" বলতে একজন নিবন্ধিত পশু চিকিৎসক বা এনিমেল হাজবেন্ডি ডিগ্রীধারী বা কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রীধারী যিনি নির্ধারিত যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং যিনি গবাদি পশুতে কৃত্রিম প্রজনন সম্পাদনে সক্ষম;

"এনিমেল ব্রিডিং বিশেষজ্ঞ" বলতে এনিমেল ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স বিষয়ে মাস্টার্স অথবা পিএইচডি ডিগ্রীধারী যিনি নির্ধারিত যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং যিনি গবাদি পশুর জেনেটিক মূল্যায়নে কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন;

"সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি" বা "এআরটি" বলতে গবাদি পশুর উন্নয়ন ও বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তিগুলিকে বোঝায় যার মধ্যে রয়েছে ভ্রূণ প্রতিস্থাপন, ডিম্বাণু সংগ্রহ, গবাদি পশুর ডিম্বাণুর ইন-ভিট্রো পরিপক্বতা ও নিষেক, ভ্রূণ পরিচালনা, হিমাযিতকরণ, সংরক্ষণ এবং স্ত্রী প্রজনন নালীতে ভ্রূণ স্থাপন, ক্লোনিং, ইন্ট্রা সাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন এবং ইন্ট্রাস সিঙ্ক্রোনাইজেশন;

"সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ" বা "এআরটি বিশেষজ্ঞ" বলতে একজন নিবন্ধিত পশু চিকিৎসক বা এনিমেল হাজবেন্ডি ডিগ্রীধারী বা কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রীধারীকে বোঝায়, যিনি সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদানের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন;

"সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদানকারী" বা "এআরটি পরিষেবা প্রদানকারী" বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত এবং সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদান করেন;

"বুল ষ্টেশন (Bull Station)" অর্থ নিবন্ধিত প্রজনন ষাঁড় প্রতিপালন ও সিমেন সংগ্রহ কেন্দ্র;

"সিমেন উৎপাদন ল্যাবরেটরি" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সিমেন উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি;

"এমব্রিও ল্যাবরেটরি (Embryo Laboratory)" অর্থ ভ্রূণ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও স্থানান্তর কার্যক্রম পরিচালনাকারী অনুমোদিত ল্যাবরেটরি।

"ট্রেসেবিলিটি (Traceability)" অর্থ প্রাণি ও প্রজনন উপকরণের উৎস, ব্যবহার ও বংশধারা অনুসরণযোগ্য রাখার ব্যবস্থা;

"ইন-সিটো (In-situ) সংরক্ষণ" অর্থ দেশীয় প্রাণিজাতের স্বাভাবিক আবাসস্থলে সংরক্ষণকে ইন-সিটো সংরক্ষণ (In-situ Conservation) বলা হইবে।

“এক্স-সিটো (**Ex-situ**) সংরক্ষণ” অর্থ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি খামার বা অনুমোদিত খামারে সংরক্ষণকে এক্স-সিটো সংরক্ষণ (**Ex-situ Conservation**) বলা হইবে।

"প্রাণি শনাক্তকরণ (**Animal Identification**)" অর্থ ইয়ার ট্যাগ, আরএফআইডি (RFID), মাইক্রোচিপ, মাজল প্যাটার্ন, QR কোড অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো শনাক্তকরণ পদ্ধতি;

“প্রাঙ্গণ” বলতে গবাদি পশু প্রজনন কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত যেকোনো জমি, প্রাঙ্গণ, আঙিনা, ভবন, জাহাজ, যানবাহন বা অন্য যেকোনো স্থানকে বোঝায়;

"বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি;

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা ও নিবন্ধন

৬। গবাদি পশুর প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা ও নিবন্ধন।— (১) এই আইনে অন্যথা বিধান না থাকলে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গবাদি পশুর সিমেন, ভ্রূণ, ডিম্বাণু বা ডিম্বকোষের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন, আমদানি ও রপ্তানি, বিক্রয় বা ব্যবহারের কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করবে না, যদি না সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এই আইনের অধীনে নিবন্ধন সনদ থাকে।

(২) এই আইনের অধীনে নিবন্ধন সনদধারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত গবাদি পশু প্রজনন কার্যক্রম সম্পর্কিত নির্ধারিত মান বজায় রাখবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেসব সেবার জন্য তাকে নিবন্ধন সনদ দেওয়া হয়েছে তার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সত্য গোপন করে কোনো বিজ্ঞাপন বা প্রচার করিবেন না।

৭। বুল স্টেশন, এম্ব্রাও ট্রান্সফার বা আইভিএফ ল্যাবরেটরি, কৃত্রিম প্রজনন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এআইটিআই), কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান এবং সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদানকারীর নিবন্ধন।— (১) এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে নিবন্ধন ব্যতীত—

(ক) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বুল স্টেশন বা ভ্রূণ প্রতিস্থাপন বা ইন-ভিট্রো নিষেক ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারিবেন না;

(খ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম প্রজনন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এআইটিআই) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারিবেন না; অথবা

(গ) সরকার গবাদি পশু প্রজনন কার্যক্রমের জন্য কোনো সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি (এআরটি) পরিষেবা প্রদানকারী সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদান করিবেন না, যদি না সেই ব্যক্তির এই আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিবন্ধন সনদ থাকে।

(২) এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে, দেশে কোনো ব্যক্তি কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান হিসেবে প্রজনন পরিষেবা নিয়োজিত হইবেন না, যদি না তিনি—

(ক) নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন এবং নির্ধারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং

(খ) এই আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত নিবন্ধন সনদ পান, তবে

(৩) প্রতিটি বিদ্যমান- (ক) বুল স্টেশন, ভ্রূণ প্রতিস্থাপন বা ইন-ভিট্রো নিষেক ল্যাবরেটরি; (খ) কৃত্রিম প্রজনন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান; (গ) কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান এবং (ঘ) সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদানকারী এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নিবন্ধন সনদ পাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করবেন।

(৪) সিমেন, ভ্রূণ প্রতিস্থাপন বা ইন-ভিট্রো নিষেক ল্যাবরেটরি উৎপাদন কেন্দ্রকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও গুণগত মান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে সিমেন, ভ্রূণ প্রতিস্থাপন বা ইন-ভিট্রো নিষেক ল্যাবরেটরি উৎপাদনের ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করিবে।

(৬) গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে বানিজ্যিকভাবে প্রাকৃতিক প্রজনন করা যাবে না।

৮। নিবন্ধনের পদ্ধতি।— (১) ধারা ৬ এর অধীনে কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ফি জমাদান সাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর, জাতীয় কারিগরি নিয়ন্ত্রক কমিটি (National Technical Regulatory Committee) আবেদন পত্র যাচাই বাছাই, পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করার পর নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা বা ইস্যু না করার জন্য কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় কারিগরি নিয়ন্ত্রক কমিটি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষকে নিবন্ধন সনদ ইস্যু না করার সুপারিশের আগে আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিবেন।

(৩) নিবন্ধন সনদটি নির্ধারিত ফর্মে এবং নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে হইবে এবং নিবন্ধন সনদ ইস্যুর তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য বৈধ থাকিবে।

(৪) নিবন্ধিত বুল স্টেশন, এম্বাও ট্রান্সফার বা আইভিএফ ল্যাবরেটরি, কৃত্রিম প্রজনন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এআইটিআই), কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান এবং সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত মান ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৯। বুল স্টেশন প্রতিষ্ঠা – (১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ব্যতীত কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ও নিবন্ধন ব্যতিরেকে বুল স্টেশন স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফরমেট, অবকাঠামো, প্রশিক্ষিত জনবল, জৈবনিরাপত্তা, প্রাণিকল্যাণ, স্বাস্থ্যসেবা, পরীক্ষাগার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক সক্ষমতার শর্ত পূরণ করিতে হইবে।

(৩) নিবন্ধন এক (১) বৎসরের জন্য কার্যকর থাকিবে এবং বিধি অনুযায়ী নবায়নযোগ্য হইবে।

(৪) নিবন্ধিত বুল স্টেশন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত মান, উত্তম চর্চার অনুশীলন এবং অন্যান্য শর্তাবলি অনুসরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১০। বুল স্টেশন পরিচালনার শর্ত- (১) প্রত্যেক বুল স্টেশনে কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রত্যয়িত প্রজনন ষাঁড় রাখা যাইবে।

(২) প্রত্যেক ষাঁড়ের জন্য পৃথক স্বাস্থ্য, বংশতথ্য, জেনেটিক মূল্যায়ন, উৎপাদন ও কর্মক্ষমতার রেকর্ড সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক হইবে। প্রাণিকল্যাণ, জৈবনিরাপত্তা ও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ধারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সংক্রামক রোগে আক্রান্ত বা বংশগত ত্রুটিযুক্ত ষাঁড়কে অবিলম্বে প্রজনন কর্মসূচি হইতে অপসারণ করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক বুল স্টেশনে ভবিষ্যৎ প্রজনন ষাঁড় উৎপাদনের জন্য একটি অনুমোদিত মাদার হার্ড (Mother Herd) সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক হইবে। মাদার হার্ড ব্যতীত বুল স্টেশন পরিচালনা করা যাইবে না।

(৪) প্রকৃত সংযোগ খামারীর এলিট গাভী/বকনা কে মাদারহার্ড এর অন্তর্ভুক্ত প্রাণি হিসেবে গণ্য করা হইবে।

১১। ষাঁড়ের প্রত্যয়ন ও সিমেন উৎপাদনের অনুমোদন- (১) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে সিমেন সংগ্রহ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা বাজারজাত করিতে পারিবে না।

(২) নিবন্ধিত বুল স্টেশন প্রত্যেক প্রজনন ষাঁড়ের প্রত্যয়নের জন্য আবেদন করিতে পারিবে। এনটিআরসির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবে এবং প্রত্যেক প্রত্যয়িত ষাঁড়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র সনাক্তকরণ নম্বর প্রদান করিবে।

(৩) প্রত্যয়িত ষাঁড় ব্যতীত অন্য কোনো ষাঁড় হইতে সিমেন উৎপাদন করা যাইবে না।

(৪) ধারা ১১ (৩) স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১২। সিমেন সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ- (১) সিমেন সংগ্রহ কেবলমাত্র প্রশিক্ষিত ও অনুমোদিত জনবল দ্বারা সম্পন্ন হইবে।

(২) সংগ্রহকৃত সিমেন নির্ধারিত পরীক্ষার পর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক সিমেন স্ট্রোতে ষাঁড়ের পরিচিতি নম্বর, উৎপাদনের তারিখ, উৎপাদন কেন্দ্র এবং কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য তথ্য উল্লেখ থাকিবে।

১৩। সিমেন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা -(১) কর্তৃপক্ষ জাতীয়, আঞ্চলিক অথবা বিশেষায়িত সিমেন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সিমেন ব্যাংক স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) সংরক্ষিত সিমেনের পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল/মুদ্রন রেকর্ড সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক হইবে এবং পরিচালনার মানদণ্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) নিবন্ধিত বুল স্টেশনের ব্যবহৃত সকল প্রত্যয়িত বুলের ন্যূনতম মাত্রা সিমেন জিন ব্যাংকে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

১৪। সিমেন পরিবহন, বিক্রয় ও বিতরণ - (১) সিমেন নির্ধারিত তাপমাত্রা ও Cold Chain বজায় রাখিয়া পরিবহন করিতে হইবে।

(২) নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের ভিত্তিতে নিবন্ধিত পরিবেশক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি সিমেন বিক্রয় বা বিতরণ করিতে পারিবে না। পরিবেশক নিবন্ধনের মানদণ্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) প্রত্যেক বিক্রয়, বিতরণ ও পরিবহনের তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ সিমেনের মূল্য, লেবেলিং, বাজারজাতকরণ ও বাজার তদারকি করিতে পারিবে।

১৫। আমদানিকৃত সিমেন ও প্রত্যাহার।- (১) আমদানিকৃত সিমেন ব্যবহারের পর কর্তৃপক্ষের নিকট বিস্তারিত তথ্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) আমদানির পূর্বে উৎস দেশ, স্বাস্থ্য সনদ, জেনেটিক মূল্যায়ন, প্রুভেন বুল তথ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিল দাখিল করিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে পুনঃপরীক্ষা করিতে পারিবে। নিম্নমান, রোগ সংক্রমণ, ভুল লেবেলিং, জেনেটিক অসঙ্গতি অথবা আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বাজার হইতে সিমেন প্রত্যাহার করিতে পারিবে এবং প্রত্যাহারকৃত সিমেন ধ্বংস বা অন্যভাবে নিষ্পত্তির নির্দেশ প্রদান করিবে।

১৬। ভ্রূণ স্থানান্তর।- (১) ভ্রূণ স্থানান্তর কার্যক্রম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বা গবেষণাগারে পরিচালিত হইবে।

(২) ভ্রূণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক ভ্রূণের উৎস, জিনগত পরিচয় এবং ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক হইবে।

১৭। ইন-ভিট্রো ফার্টাইলাইজেশন (IVF)।- (১) গবাদিপশুর ইন-ভিট্রো ফার্টাইলাইজেশন কার্যক্রম কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত IVF গবেষণাগারে পরিচালিত হইবে।

(২) ইন-ভিট্রো ফার্টাইলাইজেশন এর মাধ্যমে উৎপাদিত প্রত্যেক ভ্রূণের পরিচয়, উৎস, জিনগত তথ্য এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য রেকর্ড করিতে হইবে।

(৩) ইন-ভিট্রো ফার্টাইলাইজেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত সকল জৈব উপাদান এই আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধির অধীন নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৮। ডিম্বানু পিক-আপ (Ovum Pick-Up) ও অন্যান্য গ্যামেট সংগ্রহ।- (১) ডিম্বানু পিক-আপ এবং অন্যান্য গ্যামেট সংগ্রহ কার্যক্রম প্রশিক্ষিত ও অনুমোদিত বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(২) সংগৃহীত ডিম্বাণু ও গ্যামেটের সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

১৯। মাল্টিপল ওভুলিওশন এবং এম্ব্রাও ট্রান্সফার (Multiple Ovulation and Embryo Transfer)।- (১) কর্তৃপক্ষ জাতীয় প্রাণি প্রজনন কর্মসূচির অংশ হিসাবে মাল্টিপল ওভুলিওশন এবং এম্ব্রাও ট্রান্সফার প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) মাল্টিপল ওভুলিওশন এবং এম্ব্রাও ট্রান্সফার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত দাতা (Donor) ও গ্রহীতা (Recipient) প্রাণির নির্বাচন বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড অনুযায়ী হইবে।

২০। সেক্স-সোর্টেড সিমেন (Sex-sorted Semen)।- (১) কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত মান পূরণকারী সেক্স-সোর্টেড সিমেন কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহার করা যাইবে।

(২) সেক্স-সোর্টেড সিমেন এর উৎপাদন, আমদানি, সংরক্ষণ, বিক্রয় এবং ব্যবহার কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পরিচালিত হইবে।

২১। কৃত্রিম প্রজনন ও সহায়ক প্রাণি প্রজনন প্রযুক্তি।- (১) কৃত্রিম প্রজনন ও সহায়ক প্রাণি প্রজনন প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যতে উদ্ভাবিত অন্যান্য সহায়ক প্রাণি প্রজনন প্রযুক্তির বাস্তবায়নে বা গবেষণার ক্ষেত্রে সরকার উৎসাহ প্রদান করিবে।

(২) প্রত্যেক কার্যক্রমে প্রাণিকল্যাণ, জৈবনিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড, পূর্ণাঙ্গ ট্রেসেবিলিটি, রেকর্ড সংরক্ষণ এবং জাতীয় প্রাণি প্রজনন তথ্যব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক হইবে।

২২। পরিদর্শন, মান নিরীক্ষা ও রেকর্ড সংরক্ষণ - (১) কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক মনোনিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যে কোনো সময় নিবন্ধিত বুল স্টেশন, সিমেন উৎপাদন কেন্দ্র ও সিমেন ব্যাংক পরিদর্শন করিতে পারিবে। তিনি সকল রেকর্ড, নমুনা, যন্ত্রপাতি ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

(২) সকল তথ্য ন্যূনতম দশ (১০) বৎসর অথবা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২৩। নিবন্ধন নবায়ন।— (১) এই আইনের অধীনে নিবন্ধন সনদ নবায়নের জন্য প্রতিটি আবেদন উক্ত নিবন্ধন সনদের মেয়াদ শেষ হইবার ৩ (তিন) মাস আগে করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপরোক্ত সময়ের পরে উক্ত আবেদন গ্রহন করিতে পারিবেন, যদি কর্তৃপক্ষ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সন্তুষ্ট হন যে আবেদনকারী সময়মতো নবায়নের জন্য আবেদন করিতে যথাযথ কারণবশত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

(২) এই আইনের অধীনে নিবন্ধন সনদ ইস্যুর বিধানাবলী নিবন্ধন সনদ নবায়নের ক্ষেত্রেও যথাযথ পরিবর্তন সহ প্রযোজ্য হইবে।

২৪। নকল নিবন্ধন সনদ ইস্যু।— যদি এই আইনের অধীনে জারিকৃত একটি নিবন্ধন সনদ বিকৃত, হারানো বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে আবেদনকারীকে একটি নকল সনদ প্রদান করিবেন।

২৫। নিবন্ধন সনদ বাতিল।— যদি কর্তৃপক্ষ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিবন্ধন সনদের বিষয়ে প্রেরিত কোনো রেফারেন্স বা অনুসন্ধান প্রতিবেদন বা অন্যথায় অবহিত হন যে, —

(ক) এই আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন সনদটি ভুল তথ্য বা জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে; (খ) নিবন্ধন সনদধারী সনদ প্রদানের শর্তাবলী পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন; অথবা (গ) এই আইন বা তৎপ্রণীত নিয়মের কোনো বিধান লঙ্ঘন করেছেন, তাহলে, এই আইনের অধীনে সনদধারী যে কোনো অন্যান্য কার্যক্রমের প্রতি প্রভাব বিস্তার না করে, কর্তৃপক্ষ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিবন্ধন সনদধারীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর—

- (i) লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করে নিবন্ধন সনদ বাতিল করবেন; অথবা
- (ii) কর্তৃপক্ষ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এর সন্তুষ্টি অনুযায়ী সনদধারী সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পালন না করা পর্যন্ত নিবন্ধন সনদ স্থগিত করবেন; অথবা
- (iii) নিবন্ধন সনদধারী কর্তৃক পালনের জন্য এই জাতীয় অন্যান্য শর্ত আরোপ করবেন।

২৬। আপিল।— (১) এই আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোনো আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালত বরাবর আপিল করতে পারেন।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও কোনো আপিল গ্রহণ করতে পারেন, যদি তারা সন্তুষ্ট হন যে আপিলকারী সময়মতো আপিল দাখলের করতে যথাযথ কারণবশত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীনে আপিল পাওয়ার পর, আপিল কর্তৃপক্ষ আপিলকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদানের পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আপিলের নিষ্পত্তি করবেন।

(৪) আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় **জাতীয় কারিগরি নিয়ন্ত্রক কমিটি**

২৭। জাতীয় কারিগরি নিয়ন্ত্রক কমিটি।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কারিগরি নিয়ন্ত্রক কমিটি (National Technical Regulatory Committee) গঠিত হইবে।

২৮। কমিটি গঠন।— (১) জাতীয় কারিগরি নিয়ন্ত্রক কমিটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বেসরকারি নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডেইরী ফার্মার্স এসোসিয়েশন ও এনিমেল ব্রিডিং বিশেষজ্ঞগণ সহ ১৭ (সতের) সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে। কমিটির পূর্নাঙ্গরূপ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত করিতে পারিবে।

(৩) বেসরকারি সদস্যদের মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর হইবে এবং পুনঃনিয়োগযোগ্য হইবেন।

(৪) জাতীয় কারিগরি নিয়ন্ত্রক কমিটি গঠন না হওয়া অবধি পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কমিটি দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন।

২৯। কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য।— (১) কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩০। উপ-কমিটি গঠন।— (১) কমিটি এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি:

(ক) বুলষ্টেশন নিবন্ধন/নবায়ন ও ব্রিডিং বুল মূল্যায়ন/অনুমোদন উপকমিটি, (খ) বিভিন্ন প্রকার গবাদিপশুর

- সিমন, এমব্রায়ো ইত্যাদি আমদানি সংক্রান্ত কারিগরী উপকমিটি গ) জাত নিবন্ধন ও স্বীকৃতি উপকমিটি, এবং
(ঘ) আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন উপকমিটি গঠন করতে পারিবে।
(২) উপ-কমিটির সদস্য সংখ্যা ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।
(৩) প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা মনিটরিং কমিটি থাকবে।

৩১। কমিটির সভা। কমিটি সভা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায় **জাতীয় প্রাণি প্রজনন কর্মসূচি**

- ৩২। জাতীয় প্রাণি প্রজনন কর্মসূচি প্রণয়ন।-** (১) সরকার কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে, দেশের প্রাণির জেনেটিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দেশীয় জাত সংরক্ষণ, জলবায়ু সহিষ্ণু জাত উন্নয়ন এবং নিরাপদ প্রাণি প্রজনন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় প্রাণি প্রজনন কর্মসূচি (National Animal Breeding Programme) প্রণয়ন করিবে যা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(২) উপ-ধারা (১) বর্ণিত কর্মসূচি দেশের দীর্ঘমেয়াদি প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হইবে।
(৩) কর্তৃপক্ষ প্রতি সাত (৭) বছর অন্তর অন্তর কর্মসূচি পর্যালোচনা করিবে এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধনের জন্য সরকারকে সুপারিশ করিবে।
(৪) কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা, দুধ ও মাংস উৎপাদনের চাহিদা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, খামারিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দেশীয় জেনেটিক সম্পদের সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক মান ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচিত হইবে।
(৫) প্রজনন কর্মসূচির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ইত্যাদি সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

- ৩৩। জাত উন্নয়ন পরিকল্পনা।-** (১) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক স্বীকৃত প্রাণির জাতের জন্য পৃথক জাত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে।
(২) জাত উন্নয়ন পরিকল্পনায় জাতের বর্তমান অবস্থা, জেনেটিক বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন লক্ষ্য, নির্বাচন সূচক (Selection Index), প্রজনন উদ্দেশ্য, অন্ত: প্রজনন নিয়ন্ত্রন পরিকল্পনা, জেনেটিক উন্নয়ন প্রক্ষেপন, জলবায়ু সহিষ্ণুতা, রোগ সহনশীলতা, সংরক্ষণ কৌশল ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচিত হইবে।
(৩) জাত উন্নয়ন পরিকল্পনার ফ্লোচার্টসহ বিস্তারিত বিবরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং সরকারি গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর হইবে।
(৪) জাত উন্নয়নের জন্য দুধ ও মাংসের জন্য আলাদা আলাদা জাত নির্বাচন করিতে হইবে এবং জাতের বিস্তারিত বিবরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

- ৩৪। সংকরায়ণ নীতি।-** (১) কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন অনুযায়ী সংকরায়ণ কর্মসূচি প্রণয়ন করিবে, যা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচির বাইরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত সংকরায়ণ কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।
(৩) সংকরায়ণের ক্ষেত্রে দেশীয় জাতের জেনেটিক পরিচয় সংরক্ষণ; ইনব্রিডিং প্রতিরোধ; প্রজনন সক্ষমতা; উৎপাদনশীলতা; জলবায়ু সহিষ্ণুতা; রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে।
(৪) সরকার অঞ্চলভিত্তিক অনুমোদিত সংকরায়ণ নীতি গ্যাজেট আকারে প্রকাশ করিবে।

- ৩৫। প্রজনন প্রাণি নির্বাচন ও প্রত্যয়ন।-** (১) কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়িত (Certified) প্রজনন পুরুষ প্রাণি জাতীয় প্রজনন কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হইবে।

(২) প্রত্যয়ের পূর্বে পেডিগ্রী অনুসন্ধান, কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন, ডিএনএ শতকরা মূল্যায়ন, জিনোমিক মূল্যায়ন (যেখানে প্রযোজ্য), স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রজনন সক্ষমতা পরীক্ষা, বংশগত ত্রুটি ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ প্রত্যয়িত প্রাণির জন্য একটি ইউনিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদান করিবে।

৩৬। প্রুভেন বুল কর্মসূচি।- (১) সরকার জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রুভেন বুল কর্মসূচি পরিচালনা করিবে।

(২) কর্মসূচির উদ্দেশ্য হইবে উচ্চ জেনেটিক মেধাসম্পন্ন ষাঁড় নির্বাচন; সন্তানের উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন; জাতীয় জেনেটিক উন্নয়ন বৃদ্ধি; এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রজনন ভ্যালু নির্ধারণ।

(৩) প্রুভেন বুল ঘোষণার পূর্বে ন্যূনতম সংখ্যক কন্যা প্রাণির উৎপাদন তথ্য; নির্ধারিত মানের মিল্ক রেকর্ডিং; ফার্টিলিটি রেকর্ড; সোম্যাটিক সেল স্কোর (যেখানে প্রযোজ্য); দুধের ফ্যাট ও প্রোটিন উৎপাদনের তথ্য; এবং জিনোমিক মূল্যায়ন কমিটির অনুমোদন ইত্যাদি শর্ত পূরণ করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর জাতীয় প্রুভেন বুল ক্যাটালগ প্রকাশ করিবে।

৩৭। কর্মসম্পাদন তথ্য সংগ্রহ।- (১) কর্তৃপক্ষ জাতীয় পর্যায়ে জাত উন্নয়নে কর্মসম্পাদন তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্মসম্পাদন তথ্য সংগ্রহে দুধ উৎপাদন; প্রাণির বৃদ্ধি; জন্ম ওজন; দুধের ফ্যাট ও প্রোটিন; প্রজনন দক্ষতা; বয়স অনুযায়ী উৎপাদন; সোম্যাটিক সেল গণনা; স্বাস্থ্য রেকর্ড; মৃত্যুহার; খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা (যেখানে যা প্রযোজ্য) থাকিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত প্রজনন ভ্যালু, জিনোমিক প্রজনন ভ্যালু, সিলেকশন ইনডেক্স, জিনোমিক ট্রেন্ড প্রকাশ করিতে পারিবে।

(৪) কর্মসম্পাদন তথ্য গবেষণা, নীতিনির্ধারণ এবং জাত উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যবহার করা যাইবে।

৩৮। জলবায়ু সহনশীল প্রাণি প্রজনন কর্মসূচি।- (১) সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি জাতীয় জলবায়ু সহনশীল প্রাণি প্রজনন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

(২) উক্ত কর্মসূচির উদ্দেশ্য হইবে—

(ক) উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল প্রাণি উন্নয়ন;

(খ) খরা, বন্যা, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল জাত উন্নয়ন;

(গ) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি;

(ঘ) খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সক্ষম প্রাণিজাত উন্নয়ন;

(ঙ) জলবায়ু পরিবর্তনের উপযোগী দেশীয় জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৩৯। জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন।- (১) কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময় অন্তর প্রাণির জেনেটিক সম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করিবে।

(২) উক্ত মূল্যায়নে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা হইবে—

(ক) তাপমাত্রা বৃদ্ধি;

(খ) বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন;

(গ) লবণাক্ততা;

(ঘ) খরা ও বন্যা;

(ঙ) নতুন ও পুনরুত্থানশীল প্রাণিরোগ;

(চ) চরাঞ্চল ও চারণভূমির পরিবর্তন;

(ছ) প্রাণির জেনেটিক বৈচিত্র্যের ঝুঁকি।

(৩) মূল্যায়নের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ সরকারকে প্রয়োজনীয় নীতিগত সুপারিশ প্রদান করিবে।

৪০। প্রাণির জেনেটিক সম্পদ সংরক্ষণ- (১) যুদ্ধ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকাণ্ড, জলবায়ুজনিত বিপর্যয় অথবা অন্য কোনো জাতীয় জরুরি অবস্থায় সরকার প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) প্রয়োজনবোধে সরকার—

(ক) জিন ব্যাংক এ সংরক্ষিত জার্মপ্লাজম ব্যবহার;

(খ) বিকল্প ক্রায়ে-সংরক্ষন সুবিদা স্থাপন;

(গ) জরুরি উদ্ধার ও স্থানান্তর;

(ঘ) জরুরি প্রজনন কর্মসূচি;

(ঙ) বিশেষ আর্থিক সহায়তা; প্রদান করিতে পারিবে।

৪১। প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদের জাতীয় নিরাপত্তা- (১) সরকার জাতীয় নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা অথবা অর্থনৈতিক স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদকে **Strategic Animal Genetic Resource** ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উক্ত সম্পদের উৎপাদন, সংরক্ষণ, ব্যবহার, স্থানান্তর এবং রপ্তানি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ ব্যবস্থার অধীন হইবে।

(৩) সরকার প্রয়োজনবোধে উক্ত সম্পদের জন্য পৃথক নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪২। প্রাণিরোগ, জৈব ঝুঁকি ও জেনেটিক সুরক্ষা- (১) কর্তৃপক্ষ প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদের উপর প্রভাব ফেলিতে পারে এমন সংক্রামক রোগ, নতুন রোগ, জৈব ঝুঁকি এবং বংশগত রোগের জন্য নিয়মিত নজরদারি ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে।

(২) প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষ—

(ক) আক্রান্ত প্রাণির প্রজনন সাময়িকভাবে স্থগিত;

(খ) আক্রান্ত জার্মপ্লাজম ব্যবহার নিষিদ্ধ;

(গ) বিশেষ পরীক্ষা;

(ঘ) কোয়ারেন্টাইন;

(ঙ) জেনেটিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি; বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

৪৩। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও জলবায়ু অর্থায়ন- (১) সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসই প্রাণি প্রজনন উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি সরকারের সহিত সহযোগিতা স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) সরকার ও কর্তৃপক্ষ জলবায়ু অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক তহবিল ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ, প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদের সার্বভৌমত্ব এবং এই আইনের বিধান সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

দেশীয় জাত সংরক্ষণ, জেনেটিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জিন ব্যাংক

৪৪। জেনেটিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা।- (১) দেশীয় গবাদিপশুর জেনেটিক সম্পদ (Animal Genetic Resources) যাহা দেশের ভূখণ্ডে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান, উন্নয়ন প্রাপ্ত বা সংরক্ষিত, জাতীয় সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এই আইনের বিধান ব্যতিরেকে দেশীয় প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদের উপর একক মালিকানা, একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার বা মেধাস্বত্ব দাবি করিতে পারিবে না।

(৩) সরকার, প্রয়োজনবোধে, জাতীয় স্বার্থে যে কোনো প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদকে "জাতীয়ভাবে সংরক্ষিত জেনেটিক সম্পদ" (Protected National Animal Genetic Resource) ঘোষণা করিতে পারিবে।

৪৫। দেশীয় জাতের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ।- (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথ বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে দেশীয় প্রাণিজাতকে স্বীকৃতি প্রদান করিবে।

(২) দেশীয় জাতসমূহ- রেড চিটাগাং ক্যাটল (RCC); পাবনা জাত; নর্থ বেঙ্গল গ্রে; মিরকাদিম হোয়াইট; হিল ব্লাক নেত্রকোনা; দেশীয় মহিষের স্বীকৃত জাত; ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল; দেশীয় ভেড়ার স্বীকৃত জাত এবং সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত অন্যান্য দেশীয় জাত অগ্রাধিকারভিত্তিতে সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করিবে।

(৩) কোনো দেশীয় জাত বিলুপ্তপ্রায়, ঝুঁকিপূর্ণ বা জেনেটিকভাবে সংকটাপন্ন হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে "সংরক্ষণযোগ্য জাত" ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৪) দেশীয় / সংকটাপন্ন জাতের জন্য পৃথক জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে।

৪৬। জাতীয় প্রাণিজ জিন ব্যাংক।- (১) সরকার একটি জাতীয় প্রাণিজ জিন ব্যাংক (National Animal Gene Bank) প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) জিন ব্যাংকের উদ্দেশ্য হইবে- প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ; বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় জাতের জেনেটিক বৈচিত্র্য রক্ষা; গবেষণা ও জাত উন্নয়নে সহায়তা; এবং দুর্যোগ, মহামারি বা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জেনেটিক ক্ষতি প্রতিরোধ।

(৩) জিন ব্যাংকে সিমেন; ডিম্বাণু; ভ্রূণ; ডিএনএ; টিস্যু; কোষরেখা (Cell Line); সোম্যাটিক সেল; এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য জেনেটিক উপাদান জৈব উপাদান সংরক্ষণ করিবে।

(৪) জিন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪৭। ক্রায়ো-সংরক্ষণ।- (১) কর্তৃপক্ষ প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য ক্রায়ো-সংরক্ষণ প্রোগ্রাম (Cryo-conservation Programme) পরিচালনা করিবে।

(২) ক্রায়ো-সংরক্ষণ এ লিকুইড নাইট্রোজেন বা সরকার অনুমোদিত অন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।

(৩) ক্রায়ো-সংরক্ষণ এর আওতাভুক্ত হইবে পুভেন বুল সিমেন; এলিট স্ত্রী এম্ব্রিও (Elite Female Embryo); দেশীয় জাতের জার্মপ্লাজম; বিশেষায়িত জেনেটিক লাইন; এবং ডিএনএ নমুনা।

(৪) সরকার জাতীয় নিরাপত্তা বা গবেষণার স্বার্থে বিশেষ জেনেটিক উপাদান সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৮। প্রাণির জেনেটিক সম্পদে প্রবেশাধিকার ও সুবিধা বণ্টন।- (১) প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদ গবেষণা, উন্নয়ন বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

(৩) সরকার প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদে প্রবেশাধিকার ও সুবিধা বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

৪৯। জেনেটিক সম্পদের আমদানি, রপ্তানি ও আন্তর্জাতিক বিনিময়।- (১) প্রাণিজ জেনেটিক উপাদান আমদানি বা রপ্তানির পূর্বে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) দেশীয় বিরল বা সংরক্ষণযোগ্য জাতের জার্মপ্লাজম সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্তিত হইবে।

(৩) সরকার জাতীয় স্বার্থে কোনো প্রাণিজ জেনেটিক উপাদানের রপ্তানি নিষিদ্ধ, সীমিত বা শর্তসাপেক্ষ করিতে পারিবে।

(৪) আন্তর্জাতিক গবেষণা বা উন্নয়ন প্রকল্পে প্রাণিজ জেনেটিক উপাদান বিনিময়ের ক্ষেত্রে Material Transfer Agreement (MTA) বাধ্যতামূলক হইবে।

৫০। জেনেটিক সম্পদের সুরক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও পুনরুদ্ধার।- (১) কর্তৃপক্ষ দেশীয় প্রাণিজ জেনেটিক বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) বিলুপ্তপ্রায় বা সংকটাপন্ন জাতের জন্য পৃথক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি (Breed Recovery Programme) গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, যুদ্ধ বা অন্য বিশেষ পরিস্থিতিতে জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত জেনেটিক উপাদান ব্যবহার করিয়া পুনরুদ্ধার কর্মসূচি পরিচালনা করা যাইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদ অবৈধভাবে সংগ্রহ, অপসারণ, বিকৃতি, ধ্বংস, পাচার বা বিদেশে স্থানান্তর করা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাণি ও প্রাণির জাত নিবন্ধন, হার্ড বুক ও ব্রিড সোসাইটি

৫১। প্রাণি ও প্রাণির জাত নিবন্ধন।- (১) কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সকল স্বীকৃত গবাদিপশুর জাতের জন্য একটি নিবন্ধন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ কোন জাতের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রাণির নিবন্ধন নম্বর, জাত, জন্ম তারিখ, পেডিগ্রি, মালিকের পরিচয়, ডিজিটাল শনাক্তকারী (QR Code) ইত্যাদি উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৩) কোন প্রাণিকে নির্দিষ্ট জাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করা যাইবে না, যদি না উহা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত জাতের সম্পূর্ণ শর্ত (Breed Standard) পূরণ করে।

(৪) জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে জেনেটিক, শারীরিক, উৎপাদনগত ও বংশগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করিতে হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক নিবন্ধিত জাতের জন্য পৃথক নিবন্ধন নম্বর প্রদান করিবেন।

(৬) নিবন্ধনের পদ্ধতি, আবেদন, যাচাই, নবায়ন ও বাতিল বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫২। পিডিগ্রি শনাক্তকরণ ও ট্রেসাবিলিটি।- (১) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক প্রজননযোগ্য প্রাণির বংশতালিকা শনাক্ত ও প্রাণির ট্রেসাবিলিটি নির্ণয় করিবে।

(২) পেডিগ্রি শনাক্তের জন্য পিতা-মাতার পরিচয়; প্রজনন রেকর্ড; জন্ম নিবন্ধন; ডিএনএ পরীক্ষা (যেখানে প্রয়োজন) দাখিল করিতে হইবে।

(৩) জাল বা বিভ্রান্তিকর বংশতথ্য প্রদান করিলে এই আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৫৩। বিদেশি জাতের নিবন্ধন।- (১) বাংলাদেশে আমদানিকৃত প্রাণির জাত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত আমদানি এবং জাতীয় নিবন্ধনে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(২) বিদেশি জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে জাতের নিবন্ধন, স্বাস্থ্য সনদ, জেনেটিক মান, বাংলাদেশের জলবায়ু উপযোগিতা সম্পর্কীয় তথ্য, দেশীয় জাত উন্নয়নে সম্ভাব্য অবদান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা বিবেচনা করিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে বিদেশি জাতের জন্য পৃথক নিবন্ধন রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

৫৪। হার্ড বুক।- (১) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক স্বীকৃত জাতের জন্য পৃথক হার্ড বুক সংরক্ষণ করিবে।

(২) হার্ড বুক ডিজিটাল ও লিখিত উভয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যাইবে।

(৩) হার্ড বুক প্রাণির পরিচিতি নম্বর; মালিকের নাম ও ঠিকানা; জন্ম তারিখ; জাত; পিতা ও মাতার পরিচয়; ডিএনএ শতকরা অনুসন্ধান (DNA Parentage Verification) (যেখানে প্রযোজ্য); উৎপাদন তথ্য; প্রজনন তথ্য; স্বাস্থ্য তথ্য; এবং জেনেটিক মূল্যায়নের ফলাফল অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৪) হার্ড বুক অন্তর্ভুক্ত তথ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশোধন, হালনাগাদ ও সংরক্ষণ করা হইবে।

৫৫। ব্রিড সোসাইটি।- (১) কোন ব্যক্তি, সমবায়, খামারি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট প্রাণিজাতের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে ব্রিড সোসাইটি (Breed Society) প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) ব্রিড সোসাইটি কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধিত না হইলে কোন প্রকার সরকারি স্বীকৃতি লাভ করিবে না।

(৩) নিবন্ধিত ব্রিড সোসাইটি এর কার্যাবলি হইবে: (ক) সদস্য নিবন্ধন; (খ) জাত সংরক্ষণ; (গ) জাত উন্নয়ন; (ঘ) জাত উন্নয়ন প্রোগ্রাম; (ঙ) হার্ড বুক রক্ষণাবেক্ষণে সহযোগিতা; (চ) সদস্যদের প্রশিক্ষণ; এবং (ছ) কর্তৃপক্ষকে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

(৪) ব্রিড সোসাইটির কর্মপরিধি ও কাযাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫৬। প্রাণি বা জাতের নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল।- (১) কর্তৃপক্ষ প্রাণি বা জাতের নিবন্ধন ভুল তথ্য প্রদান; গবাদি প্রাণির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, শারীরিক গঠন, দেহের রং, শিং, কান, লেজ ও ত্বকের বৈশিষ্ট্যে অসঙ্গতি; ডিএনএ পরীক্ষায় অসঙ্গতি; ভুয়া পেডিগ্রি; জাত পরিবর্তনের জাল দাবি; এবং এই আইন লঙ্ঘনের কারণে প্রাণি বা জাতের নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) বাতিলকৃত প্রাণি বা জাত জাতীয় হার্ড বুক হইতে অপসারণ করা যাইবে।

৫৭। ব্রিড সোসাইটির নিবন্ধন বাতিল।- (১) কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদানপূর্বক (ক) জাল তথ্য প্রদান; (খ) আর্থিক অনিয়ম; (গ) জেনেটিক তথ্য বিকৃতি; (ঘ) আইন বা বিধি লঙ্ঘন; (ঙ) জাত সংরক্ষণে অবহেলা ইত্যাদি কারণে ব্রিড সোসাইটির নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।

(২) নিবন্ধন বাতিলের বিরুদ্ধে ধারা ১০৬ অনুযায়ী আপিল করা যাইবে।

৫৮। নিবন্ধন তথ্যের গোপনীয়তা।- (১) কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত প্রাণি বা জাতের তথ্য নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) আইন দ্বারা অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তি নিবন্ধিত তথ্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৩) গবেষণা, শিক্ষা বা জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত শর্তে প্রাণি বা জাতের তথ্য প্রদান করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাণি শনাক্তকরণ ও ট্রেসেবিলিটি

৫৯। জাতীয় প্রাণি শনাক্তকরণ ব্যবস্থা।- (১) সরকার দেশের সকল গবাদিপশুর জন্য একটি জাতীয় প্রাণি শনাক্তকরণ ব্যবস্থা (National Animal Identification System) প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) এই ব্যবস্থার আওতায় কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক প্রাণিকে একটি জাতীয় প্রাণি পরিচিতি নম্বর (National Animal Identification Number) প্রদান করিবে।

(৩) জাতীয় প্রাণি পরিচিতি নম্বর জীবনব্যাপী অপরিবর্তিত থাকিবে এবং অন্য কোনো প্রাণির ক্ষেত্রে পুনঃব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ জাতীয় প্রাণি শনাক্তকরণ ব্যবস্থার মান, প্রযুক্তি, তথ্যসংগ্রহ, ব্যবহার ও নিরাপত্তা বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

৬০। বাধ্যতামূলক প্রাণি শনাক্তকরণ।- (১) এই আইনের আওতাভুক্ত প্রত্যেক প্রাণিকে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে শনাক্ত করিতে হইবে।

(২) প্রাণি শনাক্তকরণের জন্য কর্তৃপক্ষ ইয়ার ট্যাগ, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন, কুইক রেসপন্স (QR) কোড, মাইক্রোচিপ, ট্যাটু, ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড প্রোফাইল, এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো এক বা একাধিক প্রযুক্তি ব্যবহার পারিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রাণি বা অঞ্চলের জন্য পৃথক শনাক্তকরণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬১। জাতীয় প্রাণি পরিচিতি নম্বর।- (১) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক নিবন্ধিত প্রত্যেক প্রাণিকে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় প্রাণি পরিচিতি নম্বর প্রদান করিবে।

(২) উক্ত নম্বরের সঙ্গে প্রাণির জাত, জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, মালিকের পরিচয়, পিতা ও মাতার পরিচয়, হার্ড বুক নম্বর, ডিএনএ প্রোফাইল (যেখানে প্রযোজ্য), প্রজনন ইতিহাস, উৎপাদন তথ্য, এবং স্বাস্থ্য রেকর্ড ইত্যাদি তথ্য সংযুক্ত থাকিবে।

(৩) প্রাণি বিক্রয়, হস্তান্তর বা মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উক্ত নম্বর অপরিবর্তিত থাকিবে।

৬২। ডিএনএ-ভিত্তিক পরিচয় ও পিতৃত্ব যাচাই।- (১) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে প্রজনন প্রাণির পরিচয় নিশ্চিতকরণ এবং বংশতথ্য যাচাইয়ের জন্য ডিএনএ বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে।

(২) পুভেন বুল নির্বাচন, এলিট ডোনার (Elite Donor) নির্বাচন, পেডিগ্রী বিরোধ, জাতের সনদ, আদালতের নির্দেশ এবং কর্তৃপক্ষের তদন্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ডিএনএ পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পরীক্ষাগারের প্রতিবেদন চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে, যদি না উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অন্যথা নির্দেশ প্রদান করে।

৬৩। কৃত্রিম প্রজনন ট্রেসেবিলিটি।- (১) প্রত্যেক কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষিত হইবে।

(২) প্রত্যেক সিমেন স্ট্রর সঙ্গে ষাঁড়ের পরিচিতি নম্বর; সংগ্রহের তারিখ; উৎপাদন ব্যাচ নম্বর; উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম থাকিবে।

(৩) প্রত্যেক কৃত্রিম প্রজননের তথ্য জাতীয় তথ্যব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৬৪। ভ্রূণ ও প্রজনন উপকরণের ট্রেসেবিলিটি।- (১) প্রত্যেক ভ্রূণ, ডিম্বাণু, সিমেন ও অন্যান্য প্রজনন উপকরণের জন্য পৃথক ট্রেসেবিলিটি রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) ভ্রূণ ও প্রজনন উপকরণের ট্রেসেবিলিটি রেকর্ডে উৎস প্রাণির পরিচয়; সংগ্রহের তারিখ; উৎপাদনকারী ল্যাবরেটরি; সংরক্ষণাগারের অবস্থান; ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান; প্রতিস্থাপনের তথ্য; ফলাফল ইত্যাদি তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) কোনো প্রজনন উপকরণ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ট্রেসেবিলিটি ব্যতীত ব্যবহার করা যাইবে না।

অষ্টম অধ্যায়

জেনেটিক মূল্যায়ন, প্রজনন উপকরণের প্রত্যয়ন ও পুভেন বুল কর্মসূচি

৬৫। **জাতীয় জেনেটিক মূল্যায়ন কর্মসূচি-(১)** সরকার, কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দেশের গবাদিপশুর জেনেটিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি জাতীয় জেনেটিক মূল্যায়ন কর্মসূচি (National Genetic Evaluation Programme) পরিচালনা করিবে।

৬৬। **জাতীয় জেনেটিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন-** (১) কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর জাতীয় জেনেটিক অগ্রগতির মূল্যায়ন করিবে।

(২) মূল্যায়ন প্রতিবেদনে জাতভিত্তিক Genetic Gain, প্রাক্কলিত প্রজনন ভ্যালু (EBV), জিনোমিক প্রাক্কলিত প্রজনন ভ্যালু (GEBV) এর প্রবণতা, অন্তঃপ্রজনন এর অবস্থা, দেশীয় জাত সংরক্ষণের অগ্রগতি, কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচির কার্যকারিতা, পুভেন বুল কর্মসূচির ফলাফল, এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) উক্ত প্রতিবেদন সরকারে দাখিল করা হইবে এবং জনস্বার্থে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করিতে পারিবে।

৬৭। **জেনেটিক মূল্যায়ন।-** (১) কর্তৃপক্ষ একটি কমিটির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে গৃহীত পদ্ধতিতে গবাদিপশুর জেনেটিক মূল্যায়ন করিবে।

(২) জেনেটিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বংশ তথ্য, কর্মসম্পাদন তথ্য, আত্মীয় প্রাণির তথ্য, জিনোমিক তথ্য, পরিবেশগত প্রভাবের সংশোধিত তথ্য, এবং কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত পরিসংখ্যানিক বা জৈবতথ্য বিজ্ঞান ভিত্তিক (Bioinformatics) পদ্ধতি বিবেচনা করা যাইবে।

(৩) জেনেটিক মূল্যায়নের ফলাফল সরকারি রেকর্ডে সংরক্ষিত হইবে।

(৪) জেনেটিক মূল্যায়ন কমিটি ও উহার কর্মপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬৮ ক। **জাতীয় জেনেটিক মূল্যায়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা-** (১) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন “জাতীয় জেনেটিক মূল্যায়ন কেন্দ্র (National Genetic Evaluation Centre)” প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) কেন্দ্র জাতীয় পর্যায়ে গবাদিপশুর জেনেটিক মূল্যায়ন পরিচালনা করিবে এবং প্রাক্কলিত প্রজনন ভ্যালু, জিনোমিক প্রাক্কলিত প্রজনন ভ্যালু, প্রজনন ইনডেক্স, জেনেটিক ট্রেন্ড, ইনব্রিডিং কো-ইফিসিয়েন্ট (Inbreeding Coefficient) ও অন্যান্য জেনেটিক সূচক নির্ধারণ ও প্রকাশ করিবে।

(৩) কেন্দ্র কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক প্রজনন, পেডিগ্রি, কর্মসম্পাদন রেকর্ড এবং জিনোমিক তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া ক্যান্ডিডেট বুল, পুভেন বুল, এলিট ফিমেল ও অন্যান্য প্রজনন প্রাণির মূল্যায়ন ও প্রত্যয়নে কারিগরি মতামত প্রদান করিবে।

(৪) কেন্দ্র BLUP, Genomic Selection, Single-step Genomic Evaluation এবং সরকার অনুমোদিত অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিতে পারিবে।

(৫) কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং সরকার অনুমোদিত জেনেটিক মূল্যায়ন ও বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন জাতীয় সরকারি জেনেটিক মূল্যায়ন হিসেবে গণ্য হইবে।

(৬) কেন্দ্রের সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, তথ্য ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণের বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬৮ খ। **জাতীয় প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা-** (১) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন “জাতীয় প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদ কেন্দ্র (National Animal Genetic Resources Centre)” প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) কেন্দ্র বাংলাদেশের দেশীয়, বিরল, বিপন্ন ও সংরক্ষণযোগ্য প্রাণিজাতের জরিপ, সনাক্তকরণ, শ্রেণিবিন্যাস, বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

- (৩) কেন্দ্র জাতীয় জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিবে এবং সিমেন, ডিম্বাণু, ভ্রূণ, ডিএনএ, টিস্যু, কোষরেখা ও অন্যান্য জেনেটিক উপাদানের ক্রায়ে সংরক্ষণ নিশ্চিত করিবে।
- (৪) কেন্দ্র In-situ ও Ex-situ Conservation, জাত পুনরুদ্ধার কর্মসূচী, জাতের বিবরণ প্রস্তুতকরণ, Genetic Diversity মূল্যায়ন এবং Access and Benefit Sharing সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।
- (৫) প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদের আমদানি, রপ্তানি, আন্তর্জাতিক বিনিময় ও Material Transfer Agreement-এর বিষয়ে কেন্দ্র কারিগরি মতামত প্রদান করিবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সহযোগিতা করিতে পারিবে।
- (৬) সরকার অনুমোদিত জিন ব্যাংক ক্যাটালগ, জাতের বিবরণ, সংরক্ষণ অবস্থা এবং Genetic Diversity রিপোর্ট জাতীয় রেফারেন্স দলিল হিসেবে গণ্য হইবে।
- (৭) কেন্দ্রের সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, জিন ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, সংরক্ষণ ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণের বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬৮ গ। জাতীয় প্রাণি প্রজনন তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন “জাতীয় প্রাণি প্রজনন তথ্য কেন্দ্র (National Livestock Breeding Information Centre)” প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

- (২) তথ্য কেন্দ্র জাতীয় প্রাণি প্রজনন তথ্য পদ্ধতি, জাতীয় প্রাণি সনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং প্রাণি ট্রেসেবিলিটি প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও উন্নয়ন করিবে।
- (৩) তথ্য কেন্দ্র জাতীয় প্রাণি সনাক্তকরণ নম্বর প্রদান, হার্ড বুক, পিডিগ্রী রেজিস্ট্রি ও জাত রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ এবং কৃত্রিম প্রজনন, ভ্রূণ স্থানান্তর, IVF ও অন্যান্য সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির তথ্য ব্যবস্থাপনা করিবে।
- (৪) কেন্দ্র প্রজনন প্রাণি, সিমেন, ডিম্বাণু ও ভ্রূণের ডিজিটাল ট্র্যাকিং, তথ্য বিশ্লেষণ, ডিজিটাল নিবন্ধন, লাইসেন্স, সনদ এবং QR কোড ভিত্তিক যাচাইকরণ ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে।
- (৫) কেন্দ্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, তথ্য বিশ্লেষণ, Machine Learning ও Decision Support System ব্যবহার করিয়া গবেষণা, পরিকল্পনা, নীতিনির্ধারণ এবং জাতীয় জেনেটিক মূল্যায়নের জন্য তথ্য সরবরাহ করিবে।
- (৬) সরকার অনুমোদিত জাতীয় পরিসংখ্যান, Genetic Trend, Performance Recording, কৃত্রিম প্রজনন, এম্ব্রাও স্থানান্তর ও জাত রেজিস্ট্রি প্রতিবেদন সরকারি তথ্য হিসেবে গণ্য হইবে; তবে ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- (৭) তথ্য কেন্দ্রের সাংগঠনিক কাঠামো, তথ্য নিরাপত্তা, সাইবার সুরক্ষা, Disaster Recovery, তথ্য বিনিময় ও আন্তঃসংস্থাগত সমন্বয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬৯। বংশগত ত্রুটি শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ- (১) কর্তৃপক্ষ গবাদিপশুর বংশগত ত্রুটি শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করিবে।

- (২) বংশগত ত্রুটিযুক্ত প্রাণি বা প্রজনন উপকরণ প্রজনন কর্মসূচিতে ব্যবহার করা যাইবে না।
- (৩) কর্তৃপক্ষ বংশগত রোগ, জেনেটিক ত্রুটি ও বাহক প্রাণির তালিকা প্রকাশ করিতে পারিবে।

৭০। প্রাক্কলিত ব্রিডিং ভ্যালু- (১) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক মূল্যায়নকৃত প্রাণির জন্য প্রাক্কলিত ব্রিডিং ভ্যালু অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেনোমিক ব্রিডিং ভ্যালু নির্ধারণ করিবে।

- (২) প্রাক্কলিত ব্রিডিং ভ্যালু বা জেনোমিক ব্রিডিং ভ্যালু নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে।
- (৩) কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে জাতভিত্তিক জেনেটিক সূচক প্রকাশ করিতে পারিবে।

৭১। ক্যান্ডিডেট বুল নির্বাচন ও মূল্যায়ন- (১) জাতীয় প্রাণি প্রজনন কর্মসূচির জন্য ক্যান্ডিডেট বুল বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বাচন করা হইবে।

(২) ক্যান্ডিডেট বুল নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিডিগ্রী, প্রাক্কলিত ব্রিডিং ভ্যালু, জেনোমিক ব্রিডিং ভ্যালু, DNA Parentage Verification, শারীরিক গঠন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বংশগত ত্রুটির অনুপস্থিতি, এবং জাতের মানদণ্ড ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

(৩) নির্বাচিত ক্যান্ডিডেট বুল কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পরীক্ষাকেন্দ্রে মূল্যায়িত হইবে।

৭২। প্রুভেন বুল ঘোষণা- (১) কোনো ষাঁড়কে প্রুভেন বুল ঘোষণা করা যাইবে না, যদি না উহা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড পূরণ করে। প্রুভেন বুলের মানদণ্ডসমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ প্রুভেন বুলের তালিকা ও জেনেটিক মূল্য নিয়মিত প্রকাশ করিবে।

নবম অধ্যায়

জেনেটিক উপাদানের আমদানি, রপ্তানি, জীবনিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক বিনিময়

৭৩। জেনেটিক উপাদানের আমদানি- (১) কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সিমেন, ডিম্বাণু, ভ্রূণ, জীবন্ত প্রজনন প্রাণি অথবা অন্য কোনো প্রাণিজ জেনেটিক উপাদান আমদানি করিতে পারিবে না।

(২) আমদানির পূর্বে রপ্তানিকারক দেশের সক্ষম কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য সনদ, প্রাণির জেনেটিক পরিচয়, বংশ তথ্য, জেনেটিক মূল্যায়নের তথ্য, রোগমুক্ততার প্রত্যয়ন, কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত শর্ত, কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য তথ্য নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে আমদানিকৃত প্রাণিজ জেনেটিক উপাদানের পরীক্ষাগারভিত্তিক পুনঃপরীক্ষার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭৪। জেনেটিক উপাদানের রপ্তানি- (১) সরকার বা কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রাণিজ জেনেটিক উপাদান বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিবে না।

(২) দেশীয় সংরক্ষণযোগ্য জাত, জাতীয় জেনেটিক সম্পদ অথবা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত প্রাণিজ জেনেটিক উপাদান রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ জাতীয় স্বার্থ, খাদ্য নিরাপত্তা অথবা জেনেটিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের স্বার্থে যে কোনো প্রাণিজ জেনেটিক উপাদানের রপ্তানি নিষিদ্ধ, সীমিত অথবা শর্তসাপেক্ষ করিতে পারিবে।

৭৫। কোয়ারেন্টাইন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা- (১) আমদানিকৃত সকল জীবন্ত প্রাণি ও প্রজনন উপকরণ সরকার নির্ধারিত কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত হইবে।

(২) কোয়ারেন্টাইনের সময় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগ নির্ণয়, নমুনা সংগ্রহ এবং জেনেটিক পরিচয় যাচাই করা যাইবে।

(৩) সংক্রামক রোগ, জেনেটিক ত্রুটি অথবা অন্য কোনো ঝুঁকি শনাক্ত হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রাণি বা প্রজনন উপকরণ বাজেয়াপ্ত, ধ্বংস, ফেরত অথবা পৃথকীকরণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭৬। **প্রাণিজ জেনেটিক উপাদানের আন্তর্জাতিক বিনিময়-** (১) গবেষণা, শিক্ষা, প্রযুক্তি উন্নয়ন অথবা জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রাণিজ জেনেটিক উপাদানের আন্তর্জাতিক বিনিময় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পরিচালিত হইবে।

(২) আন্তর্জাতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে **Material Transfer Agreement** সম্পাদন বাধ্যতামূলক হইবে।

(৩) **Material Transfer Agreement**-এ জেনেটিক সম্পদের মালিকানা, ব্যবহার, তথ্যের গোপনীয়তা, সুবিধা বন্টন এবং মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

৭৭। **জীবনিরাপত্তা ও জীব সুরক্ষা-** (১) জেনেটিক উপাদানের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন, ব্যবহার, আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে জীবনিরাপত্তা এবং জীব সুরক্ষা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে ঝুঁকিভিত্তিক জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

৭৮। **রোগ নজরদারি ও জরুরি ব্যবস্থা-** (১) কর্তৃপক্ষ প্রাণিজ জেনেটিক উপাদানের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে জাতীয় নজরদারি ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে।

(২) নতুন বা উদীয়মান রোগের ঝুঁকি দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ আমদানি স্থগিত, ব্যবহার নিষিদ্ধ, জরুরি পরীক্ষা, বাজার প্রত্যাহার, কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭৯। **আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ-** (১) প্রাণিজ জেনেটিক উপাদানের আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন, পরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় সরকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক মান ও নির্দেশিকা অনুসরণ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারিগরি নির্দেশিকা প্রকাশ করিতে পারিবে।

৮০। **সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন-** (১) সরকার নির্ধারিত স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দর ব্যতীত অন্য কোনো স্থান দিয়া প্রাণিজ জেনেটিক উপাদান আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে না।

(২) কর্তৃপক্ষ, কাস্টমস, কোয়ারেন্টাইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা যৌথভাবে পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবে।

৮১। **রেকর্ড সংরক্ষণ-** (১) আমদানি, রপ্তানি, আন্তর্জাতিক বিনিময় এবং পরিবহন সংক্রান্ত সকল তথ্য জাতীয় প্রাণি প্রজনন তথ্যব্যবস্থায় সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম দশ (১০) বৎসর বা স্থায়ীভাবে উক্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করিবে।

৮২। **পরিদর্শক নিয়োগ-** (১) সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এক বা একাধিক প্রাণি প্রজনন পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনবোধে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের যে কোনো কর্মকর্তা অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন পরিদর্শকের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) পরিদর্শকের এখতিয়ার, দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮৩। **পরিদর্শকের ক্ষমতা-** (১) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পরিদর্শক, যুক্তিসঙ্গত সময়ে, নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন—

(ক) নিবন্ধিত বুল স্টেশন, কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, সিমেন উৎপাদন কেন্দ্র, ভ্রূণ গবেষণাগার, জিন ব্যাংক, সিমেন ব্যাংক, খামার বা অন্য কোনো নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করা;

(খ) নিবন্ধন, লাইসেন্স, রেকর্ড, ইলেকট্রনিক তথ্য ও অন্যান্য নথি পরীক্ষা করা;

- (গ) প্রাণি, সিমেন্ট, ভূগ, ডিম্বাণু, ডিএনএ নমুনা অথবা অন্যান্য জেনেটিক উপাদান পরীক্ষা করা;
- (ঘ) নমুনা সংগ্রহ করা;
- (ঙ) যন্ত্রপাতি, সংরক্ষণাগার, তরল নাইট্রোজেন ব্যবস্থা এবং পরীক্ষাগার পরিদর্শন করা।
- (২) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকের কার্যক্রমে অযৌক্তিক বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

৮৪। তদন্তের ক্ষমতা- (১) এই আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে কর্তৃপক্ষ তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

- (২) তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রজোয্য ক্ষেত্রে (ক) সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন; (খ) দলিল, রেকর্ড ও ইলেকট্রনিক তথ্য তলব করিতে পারিবেন; (গ) প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবেন; (ঘ) পরীক্ষাগার বিশ্লেষণের জন্য নমুনা প্রেরণ করিতে পারিবেন।
- (৩) তদন্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তদন্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৮৫। নমুনা সংগ্রহ, জন্ম ও সংরক্ষণ- (১) পরিদর্শক বা তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রজোয্য ক্ষেত্রে সিমেন্ট, ডিম্বাণু, ভূগ, ডিএনএ, টিস্যু, খাদ্য বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপাদান, এবং কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্য কোনো উপাদানের নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

- (২) সন্দেহভাজন ভেজাল, নিম্নমানের, অবৈধ বা নিবন্ধনবিহীন প্রজনন উপকরণ জন্ম করা যাইবে।
- (৩) জন্মকৃত উপকরণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে একটি অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে।
- (৪) জন্মকৃত উপকরণ পরীক্ষার ফলাফল না আসা পর্যন্ত নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৮৬। প্রশাসনিক ব্যবস্থা- (১) এই আইন বা এর অধীন প্রণীত বিধি লঙ্ঘিত হইলে কর্তৃপক্ষ, শুনানির সুযোগ প্রদানপূর্বক, নিম্নলিখিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে—

- (ক) সতর্কীকরণ;
- (খ) সংশোধনমূলক নির্দেশ প্রদান;
- (গ) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কার্যক্রম স্থগিত;
- (ঘ) লাইসেন্স স্থগিত;
- (ঙ) লাইসেন্স বাতিল;
- (চ) নিবন্ধন বাতিল;
- (ছ) জন্মকৃত উপকরণ ধ্বংস অথবা বাজেয়াপ্ত;
- (জ) আর্থিক প্রশাসনিক জরিমানা, যাহার পরিমাণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

৮৭। জরুরি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা- (১) কর্তৃপক্ষ কোন সংক্রামক রোগের ঝুঁকি, জেনেটিক দূষণের আশঙ্কা, ভেজাল বা প্রতারণামূলক প্রজনন উপকরণ, জনস্বার্থ বা জাতীয় স্বার্থে জরুরি অবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

- (২) উক্ত ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ, সিমেন্ট বা ভূগ প্রত্যাহার, প্রাণি পৃথকীকরণ, জেনেটিক উপাদান ধ্বংস এবং লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত বা অবিলম্বে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বা করিতে পারিবে।

৮৮। লাইসেন্স স্থগিত, বাতিল ও পুনর্বহাল- (১) কর্তৃপক্ষ কোনো লাইসেন্স জাল তথ্য প্রদান, আইন বা বিধি লঙ্ঘন, নিম্নমানের প্রজনন উপকরণ উৎপাদন বা বিক্রয়, গুরুতর জৈবনিরাপত্তা লঙ্ঘন, পরিদর্শন বা তদন্তে অসহযোগিতা, জনস্বাস্থ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য বা জাতীয় জেনেটিক সম্পদের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি ইত্যাদি কারনে স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্সধারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রুটি সংশোধন করিলে কর্তৃপক্ষ পুনর্বহালের বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবে।

৮৯। আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা- (১) এই আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ কাস্টমস, কোয়ারেন্টাইন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এবং অন্যান্য সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এর সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা সংস্থা কর্তৃপক্ষের বৈধ অনুরোধ অযৌক্তিকভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

(৩) সরকার, প্রয়োজনবোধে, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তথ্য বিনিময়, যৌথ পরিদর্শন, সমন্বিত অভিযান এবং ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সমঝোতা স্মারক, উত্তম চর্চার অনুশীলন বা আন্তঃসংস্থাগত সমন্বয় ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায় **গবেষণা, উদ্ভাবন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা**

৯০। প্রাণি প্রজনন গবেষণা ও উদ্ভাবন- (১) সরকার প্রাণি প্রজনন, প্রাণিজ জেনেটিক উন্নয়ন, জিনোমিক্স, প্রজনন জীবপ্রযুক্তি, কৃত্রিম প্রজনন, ভ্রূণ প্রযুক্তি এবং অন্যান্য সহায়ক প্রাণি প্রজনন প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও উৎসাহ প্রদান করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাণিকল্যাণ, জৈবনিরাপত্তা, গবেষণা নৈতিকতা এবং প্রচলিত আইন অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক হইবে।

৯১। প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি স্থানান্তর- (১) কর্তৃপক্ষ প্রাণি প্রজনন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, অভিযোজন, উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) প্রযুক্তি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে দেশীয় খামারি, উদ্যোক্তা এবং নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

৯২। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন- (১) কর্তৃপক্ষ প্রাণি প্রজনন, জেনেটিক মূল্যায়ন, কৃত্রিম প্রজনন, ভ্রূণ প্রযুক্তি, প্রাণি শনাক্তকরণ এবং তথ্যব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

(২) কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তিবিদ, ভ্রূণ প্রযুক্তিবিদ, জিনোমিক বিশেষজ্ঞ, তথ্যব্যবস্থাপক এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষণ সনদ প্রদান, নবায়ন এবং ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করিতে পারিবে।

৯৩। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা- (১) সরকার প্রাণি প্রজনন, প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদেশি সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ, প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদের সার্বভৌমত্ব এবং প্রচলিত আইন সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চুক্তি সরকারের অনুমোদনক্রমে কার্যকর হইবে।

৯৪। সক্ষমতা ও জনসচেতনতা- (১) সরকার প্রাণি প্রজনন, দেশীয় জাত সংরক্ষণ, প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদের গুরুত্ব এবং আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ খামারি, সমবায় সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, প্রকাশনা এবং গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

৯৫। বার্ষিক জাতীয় প্রাণি প্রজনন প্রতিবেদন- (১) কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থবছর শেষে একটি জাতীয় প্রাণি প্রজনন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

(২) প্রতিবেদনে জাতীয় প্রাণি প্রজনন কর্মসূচির অগ্রগতি, জেনেটিক উন্নয়নের সূচক, কৃত্রিম প্রজনন, ভ্রূণ স্থানান্তর ও অন্যান্য প্রযুক্তির অগ্রগতি, দেশীয় জাত সংরক্ষণের অবস্থা, জাতীয় জিন ব্যাংকের কার্যক্রম, প্রাণি শনাক্তকরণ ও ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থার অগ্রগতি, গবেষণা, উদ্ভাবন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিবরণ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) সরকার প্রতিবেদনটি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ

৯৬। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব।- (১) সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিতে প্রাণি প্রজনন, প্রাণি জেনেটিক উন্নয়ন, কৃত্রিম প্রজনন, সিমেন উৎপাদন, ভ্রূণ প্রযুক্তি, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও তথ্যব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রম এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের অধীন নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) অংশীদারিত্বের শর্ত, দায়িত্ব, ঝুঁকি বণ্টন এবং কার্যসম্পাদনের মানদণ্ড সরকার কর্তৃক অনুমোদিত চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

৯৭। বেসরকারি বিনিয়োগ- (১) সরকার প্রাণি প্রজনন খাতে দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করিতে পারিবে।

(২) নিম্নলিখিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইতে পারিবে—

(ক) বুল স্টেশন;

(খ) সিমেন উৎপাদন কেন্দ্র;

(গ) সিমেন ব্যাংক;

(ঘ) Gene Bank;

(ঙ) IVF ও Embryo Transfer Laboratory;

(চ) Genomic Testing Laboratory;

(ছ) প্রাণি প্রজনন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;

(জ) তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল তথ্যব্যবস্থা;

(ঝ) গবেষণা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র;

(ঞ) সরকার বা কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত অন্যান্য কার্যক্রম।

(৩) সকল বিনিয়োগ এই আইন, প্রচলিত বিনিয়োগ আইন, পরিবেশ আইন এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের অধীন পরিচালিত হইবে।

৯৮। প্রযুক্তি হস্তান্তর ও যৌথ উদ্যোগ- (১) সরকার প্রাণি প্রজনন প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য দেশীয় ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং যৌথ উদ্যোগ (Joint Venture) গ্রহণ করিতে পারিবে।
(২) প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ, প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদের সুরক্ষা এবং তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করিতে হইবে।
(৩) বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার বা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৯৯। উদ্যোক্তা উন্নয়ন- (১) সরকার প্রাণি প্রজনন খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করিতে পারিবে।
(২) নিবন্ধিত উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা, প্রযুক্তিগত পরামর্শ, আর্থিক সহায়তা এবং বাজারসংযোগ প্রদান করা যাইতে পারিবে।
(৩) নারী উদ্যোক্তা, যুব উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারি এবং সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাইবে।

১০০। মেধাস্বত্ব, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত অধিকার- (১) প্রাণি প্রজনন প্রযুক্তি, সফটওয়্যার, তথ্যব্যবস্থা, গবেষণা উদ্ভাবন এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সম্পদের মেধাস্বত্ব প্রচলিত আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত হইবে।
(২) প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদের উপর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একক মালিকানা দাবি করিতে পারিবে না, যদি না প্রচলিত আইন ও এই আইনের বিধান অন্যথা অনুমোদন করে।
(৩) উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনবোধে লাইসেন্স, রয়্যালটি বা প্রযুক্তি ভাগাভাগির শর্ত নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১০১। সেবা মান, স্বীকৃতি ও গুণগত নিশ্চয়তা- (১) প্রাণি প্রজনন সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত গুণগত মান অনুসরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।
(২) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে প্রতিষ্ঠানসমূহের মান নিরীক্ষা, স্বীকৃতি (Accreditation) অথবা পুনঃস্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে।
(৩) নির্ধারিত মান বজায় রাখিতে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন প্রশাসনিক বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

অপরাধ, দণ্ড, বিচার, আপিল ও অন্যান্য বিবিধ বিধান

১০২। অপরাধ- (১) এই আইনের অধীন নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে:-

- (ক) নিবন্ধন বা লাইসেন্স ব্যতিরেকে বুল স্টেশন, কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, সিমেন উৎপাদন কেন্দ্র, সিমেন ব্যাংক, ভ্রূণ উৎপাদন ও পরিবহন, ভ্রূণ গবেষণাগার অথবা অন্য কোনো প্রাণি প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- (খ) ভেজাল, নিম্নমানের, মেয়াদোত্তীর্ণ অথবা অনুমোদনবিহীন সিমেন, ভ্রূণ, ডিম্বাণু বা অন্য কোনো প্রজনন উপকরণ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিক্রয়, বিতরণ বা ব্যবহার করা;
- (গ) জাল Pedigree, Herd Book, Breed Certificate অথবা জেনেটিক মূল্যায়নের তথ্য প্রস্তুত, ব্যবহার বা প্রচার করা;
- (ঘ) জেনেশুনে বংশগত ত্রুটিযুক্ত প্রাণি প্রজনন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা;
- (ঙ) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে সংরক্ষণযোগ্য দেশীয় প্রাণিজ জেনেটিক সম্পদ সংগ্রহ, অপসারণ, বিদেশে প্রেরণ বা বাণিজ্যিক ব্যবহার করা;
- (চ) প্রাণি শনাক্তকরণ নম্বর, ইয়ার ট্যাগ, RFID, QR Code বা DNA পরিচয় পরিবর্তন, বিকৃত বা অপসারণ করা;
- (ছ) কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা তথ্য প্রদান, তথ্য গোপন বা তথ্য বিকৃত করা;

- (জ) পরিদর্শন, তদন্ত বা নমুনা সংগ্রহে বাধা প্রদান করা;
(ঝ) এই আইন বা এর অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অন্য কোনো বিধান লঙ্ঘন করা।

১০৩। দণ্ড- (১) ধারা ১০২-এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুতরতা বিবেচনায় অনধিক **পাঁচ (৫) বৎসর** কারাদণ্ড, অনধিক **পঞ্চাশ (৫০) লক্ষ টাকা** অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড প্রদান করা যাইবে।
(২) অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সিমেন্ট, ভূগু, ডিম্বাণু, প্রাণি, যন্ত্রপাতি, যানবাহন অথবা অন্যান্য সম্পদ আদালত বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।
(৩) পুনরাবৃত্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আদালত দণ্ডের পরিমাণ দ্বিগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১০৪। প্রশাসনিক অর্থদণ্ড- (১) যেসব ক্ষেত্রে অপরাধ গুরুতর নহে, সেসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণে প্রশাসনিক অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।
(২) প্রশাসনিক অর্থদণ্ড আরোপের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।
(৩) প্রশাসনিক অর্থদণ্ড প্রদান করিলেও প্রয়োজনবোধে এই আইনের অধীন ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা থাকিবে না।

১০৫। বিচারিক এখতিয়ার- (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা সমপর্যায়ের আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।
(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিশেষ আদালত মনোনীত করিতে পারিবে।
(৩) আদালত প্রয়োজনবোধে বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০৬। আপিল- (১) কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত প্রশাসনিক আদেশ, লাইসেন্স স্থগিত, লাইসেন্স বাতিল, নিবন্ধন বাতিল অথবা প্রশাসনিক অর্থদণ্ডের বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আদেশ প্রাপ্তির **ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে** সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।
(২) আপিল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া **ষাট (৬০) দিনের মধ্যে** সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।
(৩) আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা যাইবে।

১০৭। কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ- (১) কোনো কোম্পানি, সমবায় সমিতি, অংশীদারি প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা অন্য কোনো আইনগত সত্তা এই আইনের অধীন অপরাধ করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, পরিচালক অথবা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দায়ী হইবেন।
(২) তবে তিনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে— (ক) অপরাধ তাহার অজ্ঞাতে সংঘটিত হইয়াছে; অথবা
(খ) অপরাধ প্রতিরোধে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি দায়মুক্ত হইবেন।

১০৮। সং বিশ্বাসে গৃহীত কার্যক্রমের সুরক্ষা- এই আইন বা এর অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী সং বিশ্বাসে (Good Faith) গৃহীত কোনো কার্যক্রমের জন্য সরকার, কর্তৃপক্ষ, কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, পরিদর্শক বা অনুমোদিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা করা যাইবে না।

১০৯। বিধি, প্রবিধান, নির্দেশিকা ও কারিগরি মানদণ্ড প্রণয়নের ক্ষমতা- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(২) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এমন প্রবিধান, নির্দেশিকা, আচরণবিধি, মানদণ্ড, উত্তম চর্চার অনুশীলন (SOP), প্রযুক্তিগত নির্দেশনা এবং প্রটোকল প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১১০। জটিলতা নিরসনের ক্ষমতা- এই আইন কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; তবে আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে **পাঁচ (৫) বৎসর** অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই ধারার অধীন কোনো আদেশ জারি করা যাইবে না।

১১১। রহিতকরণ, সংরক্ষণ ও অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা- (১) এই আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো পূর্ববর্তী সরকারি আদেশ, পরিপত্র বা প্রশাসনিক নির্দেশ কার্যকারিতা হারাইবে।

(২) তবে, এই আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে আইনানুগভাবে প্রদত্ত কোনো নিবন্ধন, লাইসেন্স, অনুমোদন, প্রত্যয়নপত্র, সনদ, আদেশ বা গৃহীত কার্যক্রম, এই আইনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখে পরিচালিত বুল স্টেশন, কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, সিমেন্ট উৎপাদন কেন্দ্র, সিমেন্ট ব্যাংক, ভ্রূণ গবেষণাগার এবং অন্যান্য নিবন্ধনযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে **এক (১) বৎসরের** মধ্যে এই আইনের অধীন নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।